গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ২২ সংখ্যা | ১৩ - ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

মহান চিন্তানায়কের শিক্ষা থেকে

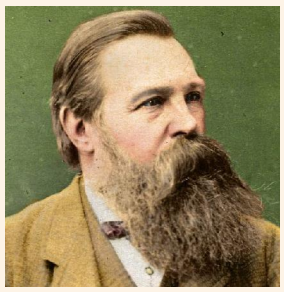

"প্রথম দিকের সমাজতন্ত্রের সাথে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার ততটাই অসঙ্গতি ছিল, যতটা অসঙ্গতি ছিল প্রকৃতি সম্পর্কে ফরাসি বস্তুবাদীদের ধারণার সাথে আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের। প্রথম যুগের সমাজতন্ত্র অবশ্যই প্রচলিত পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিকে ও তার ফলশ্রুতিগুলোকে সমালোচনা করেছিল। কিন্তু তা এই উৎপাদন-পদ্ধতিকে ব্যাখ্যা করতে পারেনি এবং তাই একে করায়ত্ত করতে পারেনি। খুব খারাপ বলে চিহ্নিত করে এটাকে সে শুধুমাত্র মনে মনে খারিজ করে দিতে পেরেছিল, কিন্তু একে সত্যিকারের অর্থে খারিজ করার জন্য প্রয়োজন ছিল। একদিকে সমস্ত ঐতিহাসিক আন্তঃসম্পর্ক সমেত পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে উপস্থিত করা, একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্বে এর অনিবার্যতা এবং ফলত এর অবলুপ্তির অনিবার্যতাও তুলে ধরা; অন্য দিকে এর মূল চরিত্র উদঘাটন করা, যা তখনও লুকানো ছিল, কেন না এর সমালোচকরা এতদিন সামগ্রিক প্রক্রিয়াটিকে না ধরে শুধুমাত্র এর কুফলগুলিকেই আক্রমণ করে আসছিলেন। উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার সাথে সাথে এই কাজ নিষ্পন্ন হয়। দেখানো হল, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতিতে নিষ্পেষিত শ্রমিকদের শোষণের মূল ভিত্তি হল দাম না দেওয়া শ্রমের আত্মসাৎ; পণ্য হিসেবে একজন শ্রমিকের

ছয়ের পাতায় দেখুন

আবাসে বরাদ্দ সামান্য, তাতেও কোপ বসাচ্ছে তৃণমূলের দুর্নীতি

দুর্নীতি যেন আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ফেলেছে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ব্যবস্থাটাকে। যে কোনও দিকে তাকালেই দুর্নীতি আর দুর্নীতি। এর যেন কোনও শেষ নেই! একের পর এক নেতা মন্ত্রী এবং তাদের নানা সঙ্গী-সাথীর সম্পর্কে প্রতিদিন এবেলা ওবেলা বেরিয়ে পড়ছে বিভিন্ন প্রকার তথ্য। সিন্ডিকেট থেকে টেট পরীক্ষা, গরু পাচার থেকে স্কুলের শিক্ষক অথবা কেরানি নিয়োগ, কিংবা পঞ্চায়েতের নানা কাজ, সবকিছু নিয়েই জড়িয়ে যাচ্ছেন সরকারের বাঘা বাঘা পদাধিকারীরা। এর মধ্যে এখন সব কিছু ছাপিয়ে রাজ্যে হইচই চলছে আবাস যোজনার কাজে দুর্নীতি নিয়ে। চলছে রাজনৈতিক চাপান উতোর। প্রকৃত চিত্র যাচাই করার নামে কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দলও রাজ্যে এসে পড়েছে। আমাদের দেশে কেন্দ্র হোক আর রাজ্য হোক কোনও সরকারি সমীক্ষাই সরকারে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অঙ্গুলিহেলন ছাড়া এক পা চলে না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আবাস যোজনা দেখাতে আসা কেন্দ্রীয় দলের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। তারা যে বিজেপিকে আসন্ন পঞ্চায়েত

দুয়ের পাতায় দেখুন

আবাস প্লাস যোজনায় দুর্নীতির প্রতিবাদে পূর্ব মেদিনীপুরের নিমতৌড়িতে রাস্তা অবরোধ

ভোটে হেরেও ক্ষমতা দখলে মরিয়া বিজেপি

দিল্লি পুরসভা

মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ৬ জানুয়ারি দিল্লি পুরসভায় যা ঘটল তা বিজেপির চরম নীতিহীনতা এবং ক্ষমতালোলুপতার এক নিকৃষ্ট নিদর্শন হয়ে থাকল। এবং এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও আম আদমি পার্টির (আপ) সদস্যদের মধ্যে যে মারামারির ঘটনা ঘটল তাকেও এক কথায় ন্যক্কারজনক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

৭ ডিসেম্বর বিজেপির ১৫ বছরের আধিপত্যকে পরাস্ত করে দিল্লি পুরসভা দখল করে আপ। ২৫০টি আসনের মধ্যে আপ জেতে ১৩৪টি। অন্য দিকে বিজেপি পায় ১০৪টি। স্বাভাবিক ভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আপ। তা সত্ত্বেও এই গণ-রায় মেনে নেওয়ার মতো মানসিকতা বিজেপি নেতারা দেখাতে পারলেন না। বোর্ড দখল করতে মরিয়া হয়ে নেমে পড়লেন তাঁরা। মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র পদে প্রার্থী দেয় তারা। তার আগে কাউন্সিলর কেনার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে তাতে সুবিধা করতে না পেরে মাঠে নামায় উপরাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনাকে। মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচন উপলক্ষে প্রোটেম স্পিকার পদের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া আপ তাদের এক প্রবীণ কাউন্সিলারের নাম প্রস্তাব করে। কিন্তু সাক্সেনা তা নাকচ করে দিয়ে বিজেপি কাউন্সিলার, প্রাক্তন মেয়র সত্য শর্মাকে এই পদের জন্য বেছে নেন। স্বাভাবিক ভাবেই আপ এটিকে উপরাজ্যপালের পদের অপব্যবহার এবং বিজেপির পক্ষে নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব বলে বর্ণনা করে। এ ছাড়াও সাক্সেনা রাজ্যে সরকারে থাকা আপের সঙ্গে কোনও পরামর্শ না করেই দশ জন মনোনীত সদস্যের নাম ঘোষণা করে দেন। আপ অভিযোগ করে, এই দশজনই বিজেপি কর্মী। এ দিন মেয়র নির্বাচনের শুরুতে রীতি অনুযায়ী নির্বাচিত কাউন্সিলারদের শপথ গ্রহণের কথা, পরিবর্তে এই মনোনীত সদস্যদের শপথ শুরু করান সাক্সেনা। আপ তার প্রতিবাদ জানায়। তাঁরা আশঙ্কা করেন, অধিকার না থাকলেও সাক্সেনা এঁদের ভোটাধিকার দেবেন। আপ প্রথমে কাউন্সিলারদের শপথ নেওয়ানোর দাবি জানাতে থাকে। উপরাজ্যপাল এই দাবি না মানায় আপ কাউন্সিলাররা বাধা দেন। তারপরই দুই দলের কাউন্সিলাররা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। নির্বিচারে কিল চড় ঘুষি লাঠি চেয়ার ছোঁড়াছুড়ি চলতে থাকে। উভয় দলের সদস্যরাই

সাতের পাতায় দেখুন

জোশীমঠের ঘটনা সম্পর্কে
উত্তরাখণ্ড এস ইউ সি আই (সি)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উত্তরাখণ্ড রাজ্য সমন্বয়ক কমরেড মুকেশ সেমওয়াল উত্তরাখণ্ডের বিপর্যয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ৬ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, জোশীমঠ অঞ্চলে ধস থেকে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, তা আকস্মিক নয় এবং এর কারণগুলিও এলাকার অসহায় অধিবাসী ও কেন্দ্র-রাজ্য প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে অজানা নয়।

২০২১ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে নন্দাদেবী হিমবাহ ভেঙে হঠাৎ ভূকম্প থেকে যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তা বিস্মৃত হওয়ার নয়। সেই সময় থেকে উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি অঞ্চলে অপরিকল্পিত গৃহ, অট্টালিকা হোটেল ও রিসর্টস নির্মাণ যে রকম বেপরোয়া ভাবে চলছে, সে বিষয়ে জনগণ এবং বিশেষজ্ঞরা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। কিন্তু এবারের ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার, তা সে বিজেপি বা কংগ্রেস যার দ্বারাই পরিচালিত হোক, এই সতর্কতা বা হুঁশিয়ারিতে কর্ণপাত করেনি। ইচ্ছামতো বাড়ি, ঘর, হোটেল তৈরির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সেনার যাতায়াত সহজ করার জন্য রাস্তা চওড়া করা হয়েছে। এর ফলে পাহাড়ের ঢালগুলিকে ভঙ্গুর করে তোলা হয়েছে। আজও গঙ্গার বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার শ্রমিক নিয়োগ করে ছোটবড় ৭০টি

ছয়ের পাতায় দেখুন

কোপ বসাচ্ছে তৃণমূলের দুর্নীতি

একের পাতার পর

নির্বাচনে কিছুটা অক্সিজেন দিতে তৎপর এটাও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে।

এমনিতেই আবাস যোজনায় বরাদ্দ মাত্র ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দিয়ে শৌচাগার সহ কোনও পাকা বাড়ি বানানো যে কতটা কঠিন তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে। এটুকু বরাদ্দেও কোপ বসাতে তৎপর গ্রামে গ্রামে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের নেতারা। প্রচুর হইচই উঠতে প্রকাশ্যে রাজ্য স্তরের তৃণমূল নেতারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে হুমকি দিলেও এই দুর্নীতির দাগ তাঁদের গা থেকে সহজে মুছবে কী করে? অসংখ্য অযোগ্য ব্যক্তির নাম কী ভাবে এই সরকারি যোজনার তালিকায় ঢুকে গেল তার উত্তর তৃণমূল নেতাদের কাছ থেকে রাজ্যের মানুষ চাইবেই। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়িয়েছে যে, দুর্নীতির দায় এড়াতে এবং যাদের নাম বাদ গেছে তাদের রোষের থেকে বাঁচতে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যরা বহু জায়গায় দলবেঁধে পদত্যাগ করেছেন। ২০১৫ সালে পুরনো কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালিত ইন্দিরা আবাস যোজনার নাম পাল্টে প্রধানমন্ত্রীর নামে হয়। তারপর এই প্রথম কেন্দ্রীয় সরকার আবাস প্রাপকদের নাম যাচাই করতে বলেছে। এই প্রথম যাচাইতেই দেখা যাচ্ছে তালিকার ১৪ লক্ষ নাম বাদ গেছে। সংখ্যাটা মূল তালিকার এক চতুর্থাংশ। এর পরেও উঠে আসছে অসংখ্য ধনী প্রভাবশালীর নাম যারা এই আবাস যোজনার প্রাপক হিসাবে থেকেই গেছেন। এর থেকেও বড় সমস্যা হল দেখা যাচ্ছে প্রকৃত অর্থে প্রয়োজন যাঁদের, তেমন অসংখ্য মানুষের নাম বাদ পড়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় নীতি অনুযায়ী এই স্তরে সরকারি অফিসারদের হাতে নাম বাদ দেওয়ার ক্ষমতা থাকলেও নাম যুক্ত করার কোনও ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। ফলে বহু দরিদ্র গৃহহীন পরিবার এর থেকে বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছেন। এর মধ্যে আবার কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামে গ্রামে প্রকৃত যাচাইয়ের থেকে বেশি জোর দিয়েছে উপগ্রহ যোগাযোগ নির্ভর 'জিও ট্যাগিং' ইত্যাদি প্রযুক্তির ওপর। তার ফলে আরও বেশি করে দরিদ্র মানুষরা সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কারণ এই সব প্রযুক্তি তাদের নাগালের অনেক বাইরে। বহু ক্ষেত্রেই নিজের কোনও বাড়ি না থাকা দরিদ্র মানুষ নানা কারণে নিজের প্রকৃত পরিস্থিতি প্রযুক্তির সাহায্যে নথিভুক্ত করতে অপারগ। অথচ ক্ষমতার বৃত্তের কাছাকাছি থাকা অনেকেই সহজে এই প্রমাণ হাজির করে দিচ্ছে যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও। কেন্দ্রীয় সরকার প্রকৃত পরিস্থিতির বদলে প্রযুক্তিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে দুর্নীতিবাজদের কোনও অসুবিধা হয়নি। মোদি সরকারের বহুল প্রচলিত 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'-র এটাই প্রকৃত চিত্র। যে প্রযুক্তি তৈরিই ক্ষমতাশালীদের জন্য, তার সুযোগ দরিদ্র মানুষ নেবেন কী করে? এ ছাড়াও প্রশ্ন উঠছে, আবাস যোজনার নামগুলি যাচাই করার কথা কেন্দ্রীয় সরকারের এত দেরিতে মনে পড়ল কেন? পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিজেপিকে একটু জায়গা করে দিতেই নাকি! অন্যদিকে রাজ্য সরকারও প্রকৃত প্রাপকদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দায় নিজের ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে ব্যস্ত। আবাস যোজনা থেকে শুরু করে সমস্ত সরকারি সুবিধা পেতে গেলে শাসকদলের প্রতি আনুগত্য এবং কাটমানির জোগান দিতে পারার জোরটাই যে প্রধান যোগ্যতা, তা আজ পরিষ্কার।

এই দুর্নীতির পচা গন্ধ ঢাকতে খোদ রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ বেআইনি এবং অন্যায় ভাবে এর তালিকা যাচাইয়ের দায় চাপিয়ে দিয়েছে আশা ও আইসিডিএস কর্মীদের উপর। অথচ এই কর্মীদের একমাত্র দায়িত্ব মা ও শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ক পরিষেবা দেওয়া। বহু জায়গায় আশা, আইসিডিএস কর্মীরা সরকারি রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে এই অন্যায় সরকারি অর্ডার প্রত্যাখ্যান করেছেন। অবাস যোজনার তালিকা যাচাই করতে গিয়ে যাদ যাওয়া লোকেদের রোষের মুখে পড়ছেন এই কর্মীরা। নানা জায়গায় তাঁদের হেনস্তা করা হয়েছে। বহু জায়গায় তাঁদের ঘরবাড়ি তছনছ, চাষাবাদ নষ্ট করে দিচ্ছে গ্রামের কায়েমি স্বার্থবাদীরা। গ্রামে পঞ্চায়েতে দুর্নীতিচক্র জানে সরাসরি সরকারি মদত রয়েছে তাদের পক্ষে। তাই তারা বেপরোয়া। এমনকি পঞ্চায়েত অফিসে দপ্তর খুলে টাকা ঘুষ নিচ্ছে রীতিমতো রসিদ দিয়ে। সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর দু'নম্বর ব্লকের তৃণমূল পরিচালিত গড়বাড়ি-২ পঞ্চায়েতের প্রধান টাকা নেওয়ার কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিয়েছেন।

এই ধরনের ঘটনা চারিদিকে প্রকাশ্যে এসে যাওয়ার পর মুখ রক্ষার জন্য কিছু পৌরসভার চেয়ারম্যান, শাসকদলের ব্লক সভাপতি কিংবা পঞ্চায়েত প্রধানকে পদত্যাগ করার জন্য নেতারা জনসভা থেকে ফতোয়া দিচ্ছেন। এটাই নাকি দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি! দুর্নীতির ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বিপুল হারে বাড়ার ফলে তাতে একটু প্রলেপ দিতে ঘোষণা করা হয়েছে 'দিদির রক্ষাকবচ' নামে কর্মসূচি।

এই কবচ বেঁধে নাকি সাধারণ মানুষ দুর্নীতির হাত থেকে বাঁচবেন! কিন্তু কবচ বাঁধবে কে? আর পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে একেবারে মন্ত্রিসভার অন্দর পর্যন্ত দুর্নীতির অভিযোগ এতটাই বিস্তৃত যে 'শিরে সর্পাঘাত' হওয়ার দশা, কবচ বাঁধার জায়াগাই তো নেই! মুখ রক্ষার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে নজরুল মঞ্চে নেতাকর্মীদের সভা ডেকে প্রকাশ্যে বলতে হচ্ছে— দুর্নীতিবাজদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব, দলের পোকা সমূলে বিনাশ করব, ইত্যাদি ইত্যাদি। যেখানে পুরোটাই দুর্নীতিতে পচে ঘা হয়ে গেছে সেখানে এসব মলম লাগিয়ে কি এই রোগ সারানো যাবে?

এই সীমাহীন দুর্নীতি কোনও আকস্মিক ব্যাপার নয়। এর কারণ নিহিত রয়েছে আজকের পুঁজিবাদী সমাজের অভ্যন্তরে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি চূড়ান্ত সংকটের মধ্যে নিমজ্জিত। এই অবস্থায় বাঁচবার জন্য বৃহৎ একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা একে অপরের বাজার দখলের জন্য সর্বদাই আস্তিনের মধ্যে ছুরি সানিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। কোনও নৈতিকতার বালাই নেই। এই পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা সরকারি ক্ষমতাভোগী রাজনৈতিক দলগুলি পুঁজিপতি শ্রেণির আশীর্বাদ পেতে মরিয়া প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তারাও আজ নীতিহীনতার চরম শিখরে। এই অনৈতিকতা, স্বার্থপরতা, লোলুপতা পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস দলগুলির মধ্যে একেবারে রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিস্তার ঘটিয়েছে তাদের নেতারাই। দেখা যাচ্ছে এদের মধ্যে যারাই ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছে তারাই দুর্নীতির কাজে পিছিয়ে নেই। এই আবাস যোজনার দুর্নীতির শুরু পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম শাসনের সময়েই। সেই সময় বিডিও অফিসে, পঞ্চায়েতে স্বজনপোষণ-দুর্নীতি যে ব্যাপক রূপ নিয়েছিল, তা আজও মানুষ ভোলেনি। কংগ্রেস আমলেই শুরু স্কুলের এবং সরকারি চাকরি নিয়ে দুর্নীতি।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মথুরাপুরে পঞ্চায়েত ভবনের সামনে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

অপরদিকে কেন্দ্রের ক্ষমতাশীল বিজেপি সরকার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা দুর্নীতির পথে পাইয়ে দিয়ে নীরব মোদি কিংবা প্রধানমন্ত্রীর স্নেহের 'মেহুল ভাই'দের কী ভাবে রক্ষা করে চলেছে, এই কথা তো সকলেরই জানা। 'ব্যাপম কেলেঙ্কারি'তে বিপুল পরিমাণ অর্থের লেনদেনকে ক্ষমতার জোরে আজ তারা চাপা দিয়ে রেখেছে। কেউ কোথাও কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখ খুললেই সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, খুনখারাবি করে, জেলে ভরে তাকে দমন করছে। বাস্তবে ক্ষমতালিপ্সু সকল দলগুলির নেতারা আজ কার্যত নিজেদের দলকে সমাজবিরোধীদের আখড়ায় পরিণত করেছে এই হীন স্বার্থে।

কেবল তাই নয়, সমাজের সর্বস্তরে যাতে নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দেওয়া যায় সে জন্য তারা আজ বেপরোয়া। ইতিহাসের এই শিক্ষা তারা জানে যে, কোনও অন্যায়, কোনও শোষণ-জুলুম টিকে থাকতে পারে না যদি একটা সমাজ উন্নত মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ভিত্তিতে মাথা তুলে দাঁড়ায়। তাই এই সকল দুর্নীতি ও অপকর্মকে ব্যাপক রূপ দিয়ে গা সওয়া করিয়ে নিতেও এরা সকলেই সচেষ্ট। যে যখন ক্ষমতায় থাকে অন্য পক্ষ তখন তার ভ্রষ্টাচার নিয়ে চিল-চিৎকার করে। সাধারণ মানুষের যন্ত্রণাকাতর মানসিকতাকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসবে। সমাজ সচেতন বিবেকবান যে কোনও মানুষকে তাই আজ ভাবতে হবে এই পঙ্কিল পরিস্থিতি থেকে গা বাঁচিয়ে চলার বাস্তবে কোন পথ খোলা নেই। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শক্তিকে সর্বতোভাবে দুর্বার করে গড়ে তোলার জন্য আগুয়ান হতে হবে সকলকে।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় দলের বারুইপুর সাংগঠনিক জেলার মায়াহাউড়ি লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড সুলতান আলি নাইয়া ৩ জানুয়ারি সকালে পারিবারিক কাজে বাইরে যাওয়ার পথে অটোর মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

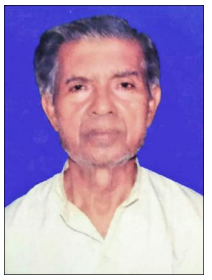

তাঁর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। এলাকার বহু সাধারণ মানুষ সহ তাঁর গুণমুগ্ধ পরিজন ও দলের কর্মী-সমর্থকরা সমবেত হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। দলের জেলা নেতৃবৃন্দও উপস্থিত হন। রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের পক্ষে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী। প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্করের পক্ষে এবং বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড নন্দ কুণ্ডুর পক্ষে মাল্যদান করা হয়। দলের অন্যান্য নেতা, কর্মী, সমর্থক এবং আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসীরা কমরেড নাইয়ার মহদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় কমরেড সুলতান আলি জননেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর একটি ভাষণ শুনে উদ্বুদ্ধ হয়ে দলের কাজে যুক্ত হন। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি এলাকার উন্নয়ন ও শিক্ষাবিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। নিজে একজন শিক্ষক হিসেবে শিক্ষা আন্দোলনেও ভূমিকা নিয়েছেন। তিনি ছিলেন সৎ, বিনয়ী ও পরোপকারী এবং আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান। কোনও বিরোধী শক্তি ও চক্রান্ত তাঁকে দলের আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। এই বয়সেও তিনি নিয়মিত দলের কাজে নিজেকে যুক্ত রাখতেন। মৃত্যুর আগের দিন সন্ধ্যায় দলের স্থানীয় কার্যালয়েও গিয়েছিলেন। এলাকার মানুষ আপদে-বিপদে দলমত নির্বিশেষে তাঁর সাহায্য পেতেন। মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও সমর্থনে ৩০ বছর ধরে পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হয়ে এসেছেন তিনি। তত্ত্বগত চর্চায় তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ। গণদাবীর প্রতিটি সংখ্যা তিনি খুঁটিয়ে পড়তেন। তিনি নিজের পরিবারের সকলকে দলের সঙ্গে যুক্ত রাখার চেষ্টা করে গিয়েছেন।

তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে এলাকার মানুষ হারাল তাদের অভিভাবককে এবং দল হারাল একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, আদর্শনিষ্ঠ মূল্যবান সংগঠককে।

কমরেড সুলতান আলি নাইয়া লাল সেলাম

জি ২০-র ‘সুরেলা ঐকতান’ মালিকদের জন্য, জনগণের আছে শুধু আর্তনাদ

দুটি ছবি কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে সংবাদমাধ্যমে—একটি মুম্বাইয়ের, অপরটি দিল্লির। মুম্বাইয়ের ছবিতে দেখা যাচ্ছে, জি-২০-র বৈঠক উপলক্ষে সেখানকার একটি হাইওয়ের ধারে যোগেশ্বরী বস্তি এলাকা ঘিরে দেওয়া হয়েছে সবুজ পর্দায়। সেখানকার গা-ঘিনঘিনে পরিবেশে খেটে-খাওয়া গরিব-গুর্বোদের পশুর মতো দিনযাপন পাছে চোখে পড়ে যায় বৈঠকে যোগ দিতে চলা দেশ-বিদেশের হোমরা-চোমরাদের! পাছে ফুটো হয়ে যায় দেশের অসীম উন্নয়ন সম্ভাবনা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ফাঁপানো ফানুস!

দ্বিতীয় ছবিটি শীতের রাতে খোলা আকাশের নিচে বসে থাকা দিল্লির একদল ফুটপাতবাসীর। ২০২৩-এ জি-২০-র সম্মেলনের জন্য শহর সাজাতে এদের ফুটপাতের ঝুপড়িগুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সরকারি হোমে জায়গা মিলবে কি না, না মিললে আসন্ন প্রবল শীতের রাতগুলো কীভাবে কাটবে— এই আশঙ্কার ছায়া নিরুপায় মানুষগুলির চোখে-মুখে। অথচ এঁরা জানেনও না, জি-২০ কী, কী-ই বা তার কাজ। উচ্ছেদ করার আগে তাঁদের সে কথা জানাবার প্রয়োজন মনে করেননি সরকারি কর্তারা। এই দুটি ছবি যেন জি-২০-র সভাপতিত্বের পদ পেয়ে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহচরদের বাগাড়ম্বরের ভণ্ডামির আড়ালে ঢেকে রাখা দেশের চূড়ান্ত দুর্দশাগ্রস্ত রিক্ত চেহারাটির প্রতীক হয়ে উঠেছে।

এই পদপ্রাপ্তি নিছকই নিয়মমাফিক

গত ১ ডিসেম্বর থেকে এ বছরের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত জি-২০-র সভাপতিত্বের দায়িত্ব বর্তেছে ভারতের উপর। এই জি-২০ হল আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, ব্রিটেন, সৌদি আরব, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলি সহ বিশ্বের ২০টি প্রধান সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশের একটি যুক্তমঞ্চ যার অন্যতম সদস্য ভারত। গত বছর ১৬ নভেম্বর ইন্দোনেশিয়ার বালিতে এই সংস্থার এক সভায় ভারতের সভাপতিত্ব ঘোষণা করা হয়। তারপরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মন্তব্য করেছেন, জি-২০-র সভাপতিত্ব লাভ প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে গর্বের। কিন্তু কিসের গর্ব ভারতবাসীর, কোন দিক থেকে গর্ব?

এ আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে, বিশ্ব অর্থনীতির স্থায়িত্ব রক্ষা, বিশ্ব আর্থিক সঙ্কট মোকাবিলা করা ইত্যাদি অনেক বড় বড় কথার আড়ালে জি-২০-র আসল কাজ হল নিজের নিজের দেশের একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে অন্য দেশের একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে দর-কষাকষি করা, মুনাফার তাগিদে আইনি-বেআইনি সুযোগ-সুবিধা গুছিয়ে নেওয়া। এ সবের সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণের কোনও রকম সম্পর্কই কার্যত নেই। রীতি অনুযায়ী জি-২০-র সভাপতিত্ব রুটিনমাফিক এবার বর্তেছে ভারতের উপর, তাতে প্রত্যেক ভারতবাসী কেন গর্বিত হতে যাবেন— তা প্রধানমন্ত্রী ছাড়া আর কারওরই বোধহয় জানা নেই! আসলে হয় কথায় নয় কথায় ভারতকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বিলানো ও প্রধানমন্ত্রীকে ‘বিশ্বগুরু’ হিসাবে তুলে ধরার জন্য যে ব্যাপক বাগাড়ম্বর বিজেপি নেতারা করে থাকেন, এ হল তারই অঙ্গ।

কী বলেছেন প্রধানমন্ত্রী? ১ ডিসেম্বর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এক নিবন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন, ‘জি-২০-তে ভারতের সভাপতিত্ব বিশ্বজনীন একাত্মবোধের প্রসারে কাজ করবে।’ তাঁর বক্তব্য, ‘আমাদের স্লোগান হবে— এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ’। বলেছেন,‘এ কথা নিছক স্লোগান নয়। মানবিক পরিস্থিতির সাম্প্রতিক কিছু পরিবর্তনের কথা বিচারের মধ্যে এনেই এ কথা বলা হয়েছে, যা আমরা সকলে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছি’। কী সেই পরিবর্তন? না, তিনি বলেছেন, ‘আজ বিশ্বের সমস্ত মানুষের প্রাথমিক চাহিদা পূরণের জন্য যা প্রয়োজন তা যথাযথ ভাবে উৎপাদনের ক্ষমতা আমাদের রয়েছে।’ বলেছেন, ‘আজ ভারত দ্রুতগতিতে বেড়ে চলা একটি বৃহৎ অর্থনীতি। আমাদের নাগরিক-কেন্দ্রিক সরকার প্রতিভাবান যুবশক্তির সৃজনশীলতাকে লালন-পালন করার পাশাপাশি দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে-পড়া মানুষটিরও যত্ন নেয়।’

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বেহাল দশা

প্রধানমন্ত্রীর মুখনিঃসৃত এই সব শ্রুতিমধুর কথাগুলিকে বাস্তবের সঙ্গে একবার মিলিয়ে দেখা যাক। চোখ বোলানো যাক দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া মানুষের হাল-হকিকতের দিকে। এরাই তো দেশের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অংশ! দেখা যাক, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তাদের কেমন যত্নে রেখেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত ‘বিশ্ব ক্ষুধা সূচক’-এ মোট ১২১টি দেশের মধ্যে ভারতের জায়গা হয়েছে ১০৭-এ। এই রিপোর্ট অনুযায়ী অপুষ্টির কারণে বয়স অনুপাতে কম ওজনের শিশুর সংখ্যায় বিশ্বের মধ্যে ভারতের স্থান প্রথম। খোদ সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভের গত বছরের রিপোর্ট বলছে ২০১৯-’২১ সালে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের প্রতি তিনজনে একজনের অপুষ্টি, অনাহারের কারণে বয়সের তুলনায় বৃদ্ধি কম। সরকারি তত্ত্বাবধানে কত যত্নে এই শিশুরা দেশের আগামী দিনের নাগরিক হিসাবে বড় হয়ে উঠছে— স্পষ্টই বোঝা যায়! সরকারি হিসাবই বলছে, অন্তত ২৩ কোটি ভারতবাসী দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। না খেতে পেয়ে বা ঠিকমতো খাবার না জোটায় প্রতিদিন এ দেশে কয়েক হাজার মানুষ মারা যায়। প্রতিদিন গড়ে ২৮ জন চাষি আত্মহত্যা করে জীবনের জ্বালা জুড়ায়। অথচ এ কথা তো ঠিক যে খাদ্য উৎপাদনে ভারত আজ যথেষ্ট এগিয়ে। সরকারি গুদামগুলিতে খাদ্যশস্য উপচে পড়ে। কিন্তু দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে তা কেনার ক্ষমতা নেই। সেই ক্ষমতা জোগাবার কোনও বন্দোবস্তই করেনি জি-২০-র সভাপতিত্ব পেয়ে গর্বিত দেশের সরকার। কোটি কোটি মানুষের ঘর বলতে ফুটপাতের ছাদহীন আস্তানা, কিংবা মাঠে-ঘাটে রেললাইনের ধারে কোনও রকমে বানিয়ে নেওয়া মাথা গোঁজার ঝুপড়ি। স্বাধীনতার পর ৭৫ বছরের দুঃশাসনের এই লজ্জা ঢাকবে কীসে!

সাম্প্রতিক কোভিড অতিমারিতে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার দুরবস্থার কারণে ঠিকমতো চিকিৎসা না পেয়ে সরকারি হিসাবেই মারা গেছেন ৪০ লাখ মানুষ। এই হিসাবের বাইরে আরও কতজন আছেন, বাস্তবে তার হিসাব নেই। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের একের পর এক অবিবেচক সিদ্ধান্তের দরুণ রাতারাতি কাজ হারিয়েছেন ১২ কোটি পরিযায়ী শ্রমিক। বন্ধ হয়ে গেছে প্রায় ৩ লক্ষ কল-কারখানা, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের ৬-৭ কোটি সংস্থা। ফলে কোটি কোটি মানুষ কাজ হারিয়ে বেকার। যাঁরা কোনও একটা কাজ জোগাড় করতে পেরেছেন তাদের ৮০ শতাংশই নিয়মিত বেতন না পেয়ে, অত্যন্ত কম বেতনে, কোনও রকম সরকারি সুযোগ সুবিধা ছাড়াই দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। ক্ষিদের জ্বালায় বিপর্যস্ত কর্মহীন দুর্দশাগ্রস্ত এ হেন ভারতের জি-২০-র সভাপতির পদ পাওয়া গর্বের বৈ কী!

সরকারের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু একচেটিয়া মালিকদের সুবিধা দেওয়া

প্রধানমন্ত্রী তাঁর লেখায় মন্তব্য করেছেন, ‘দেশের উন্নতি ঘটাতে আমরা উপর-তলা থেকে নিয়ন্ত্রণ কায়েমকারী প্রশাসন চালাইনি। তার বদলে নাগরিকদের নেতৃত্বে জনগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে জাতীয় উন্নয়ন ঘটিয়েছি।’ জনগণের কতখানি উন্নয়ন নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর সরকার ঘটিয়েছেন, তার ছবি তো দেখা হল। কিন্তু তাই বলে কি দেশের কোনওই উন্নয়ন ঘটেনি! অবশ্যই ঘটেছে। গত বছরের মার্চ মাস থেকে ভারতের ১০০ জন সর্বোচ্চ ধনপতির সম্পদ বেড়েছে ১২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৮২২ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ পুঁজিপতি গৌতম আদানি বিশ্বের দ্বিতীয় ধনীতম পুঁজিপতিতে পরিণত হয়েছেন। কেন্দ্রের ‘যত্নশীল’ বিজেপি সরকার করের হার কম করে, ছাড় দিয়ে, ঋণ মকুব করে, শিল্পে উৎসাহ দানের নামে বিপুল টাকা ভরতুকি পাইয়ে দিয়ে এইসব একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফা বহু গুণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে যাচ্ছে। অথচ দেশের মানুষ আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার হলেও তা নিয়ন্ত্রণ করার সামান্যতম সরকারি প্রচেষ্টাও নেই। বাস্তবে এই সরকারের যা কিছু দায়বদ্ধতা তা শুধু একচেটিয়া পুঁজিপতিদের প্রতিই। সাধারণ মানুষ তাদের চোখে নিছক ভোটারের বেশি আর কিছু নয়। তাই দেশ জুড়ে এই বীভৎস বৈষম্য। এ যদি ‘নাগরিকদের নেতৃত্বে জাতীয় উন্নয়ন’ না হয় তো তা আর কী!

দুর্দশাগ্রস্ত নারীসমাজ

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘মহিলাদের অংশগ্রহণ ছাড়া বিশ্বের বিকাশ সম্ভব নয়। জি-২০-র কর্মসূচিতেও আমাদের মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।’ কথাটি শুনতে চমৎকার। কিন্তু বাস্তবে দেশে নারীসমাজের অবস্থা কী? সংবাদমাধ্যমে প্রতিদিনই অসংখ্য ধর্ষণ, গণধর্ষণ, নারীহত্যা, পণ দিতে না পারায় খুন, কন্যাসন্তানকে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়ার ঘটনা সামনে আসছে। অবাধে ঘটে চলেছে কন্যাভ্রূণ ও কন্যাসন্তান হত্যার ঘটনা। সরকারি তথ্যই বলছে, দেশে প্রতিদিন ৮৭টি ধর্ষণের ঘটনা পুলিশের কাছে নথিভুক্ত হয়। প্রতিদিন গড়ে খুন হন ৮০ জন নারী। দৈনিক গড়ে ১৯ জনের মৃত্যু হয় পণ দিতে না পারার কারণে। বাস্তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সংখ্যা যে আরও কয়েকগুণ বেশি, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। পিউ রিসার্চ সেন্টারের একটি রিপোর্টে পাওয়া যাচ্ছে, ২০০০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ৯০ লক্ষ কন্যাভ্রূণ হত্যা করা হয়েছে ভারতে। রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্ট বলছে, গোটা বিশ্বে যত কন্যাভ্রূণ হত্যা হয়, তার এক-তৃতীয়াংশই ঘটে ভারতে। ২০২১-এর ডিসেম্বরে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নিজেই সংসদে জানিয়েছে, ২০২০ সালে দেশে মহিলাদের বিরুদ্ধে ঘটা অপরাধের সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৭১ হাজার ৫০৩টি।

প্রশ্ন ওঠে, যে প্রধানমন্ত্রী জি-২০ সংক্রান্ত কর্মসূচিতে নারীদের প্রাধান্য দেওয়ার কথা ঢাক পিটিয়ে প্রচার করছেন, সেই নরেন্দ্র মোদি তাঁর ৮ বছরের শাসনে এই পরিস্থিতি দূর করার জন্য কী করেছেন! এই সেদিনই তো দেখা গেল, কুখ্যাত গুজরাট গণহত্যার সময়ে অন্তঃসত্ত্বা বিলকিস বানুকে গণধর্ষণ এবং তাঁর শিশুকন্যা সহ পরিবারের অন্যান্যদের খুন করেছিল যে ১১জন দুষ্কৃতী, স্বাধীনতা দিবসে মহা সমারোহে তাদের জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হল। গুজরাটের বিজেপি নেতারা তাদের বরণ করে নিলেন ফুল দিয়ে, মিষ্টি খাইয়ে। এই তো মহিলাদের প্রতি, তাঁদের মর্যাদার প্রতি নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর দল বিজেপি-র মনোভাব! কতখানি নির্লজ্জ হলে তবে এ সবের পরেও উন্নয়নের কাজে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ঢাক পেটানো যায়!

‘গণতন্ত্রের জননী’র দেশে গণতন্ত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ

নরেন্দ্র মোদি তাঁর লেখায় ভারতকে ‘গণতন্ত্রের জননী’ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, ‘বিশ্বের মধ্যে ভারতে রয়েছে সমৃদ্ধ ও জীবন্ত গণতন্ত্র ...’। গণতন্ত্র বলতে যদি তিনি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নির্মম শোষণে সাধারণ মানুষের ক্রমাগত নিঃস্ব হয়ে যাওয়া বোঝান, গণতন্ত্র বলতে নরেন্দ্র মোদি যদি সংসদীয় ব্যবস্থার জাঁকজমকের আড়ালে ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচার কায়েম করার অবাধ স্বাধীনতা বোঝান, তাহলে সত্যিই ‘ভারতে রয়েছে সমৃদ্ধ ও জীবন্ত গণতন্ত্র’। সর্বশক্তি দিয়ে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত সরকারগুলির কার্যকলাপে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকেরই কার্যত খেয়ে-পরে সুস্থভাবে মানুষের

ছয়ের পাতায় দেখুন

দলের অফিস উদ্বোধন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর দক্ষিণ লোকাল কমিটির কাটাবাগান আঞ্চলিক অফিস উদ্বোধন হল ৫ জানুয়ারি। রক্তপতাকা উত্তোলন করে অফিসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য এবং জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায়। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ পার্টিকর্মী কমরেড রাখালচন্দ্র মণ্ডল।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান শেষে সংক্ষিপ্ত সভায় দলের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় অফিসের গুরুত্ব এবং গরিব মানুষের সংগ্রাম পরিচালনায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান যোদ্ধা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনচর্চা কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে করা প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করে, ঘরে ঘরে নেতাজির ছবিতে মাল্যদান এবং স্মরণ অনুষ্ঠান করার আহ্বান জানান তিনি।

কলকাতা ছাত্র-যুব উৎসবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনাদর্শ ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার ডাক

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৬তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এ আই ডি ওয়াই ও-র কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে ৮ থেকে ১৫ জানুয়ারি ঢাকুরিয়া, মধ্য কলকাতা, লেক, বেহালা সহ কলকাতার ১০টি জায়গায় ছাত্র যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়।

ফুটবলে শট দিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল। ফুটবল, ভলিবল, ক্যারাম, রোড রেস, প্রবন্ধ রচনা, বিতর্ক সহ নানা ধরনের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, আলোচনা রয়েছে এই উৎসবে। প্রায় দুই সহস্রাধিক ছাত্র-যুব এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন বলে জানান উদ্যোক্তারা।

সংগঠনের কলকাতা জেলা সম্পাদক সমর চ্যাটার্জী বলেন, যুব জীবনের নানা দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার সাথে সাথে সুস্থ সামাজিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে আমরা এক সপ্তাহ ধরে কলকাতা শহর জুড়ে ছাত্র-যুব উৎসবের ডাক দিয়েছি। আগামী ২৩ জানুয়ারি মহান বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবস পালনের উদ্দেশে তাঁর ছবি ও জীবনসংগ্রাম সম্পর্কিত বই নিয়ে কলকাতা জুড়ে ছাত্র-যুবদের মধ্যে প্রচার করব আমরা। এইভাবে আমরা দেশবরেণ্য বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনাদর্শকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চাই।

মদ নিষিদ্ধ করার দাবিতে মহিলাদের মিছিল দুরগে

৩০ ডিসেম্বর এ আই এম এস এসের উদ্যোগে ছত্তিশগড়ের দুরগে মহিলারা মিছিল করে গিয়ে জেলাশাসকের মাধ্যমে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আবগারি মন্ত্রী এবং মহিলা ও শিশু বিকাশ আধিকারিকদের কাছে স্মারকলিপি দেন। মদ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা, শ্রমিকদের ন্যূনতম ২৫ হাজার টাকা বেতন, পরিত্যক্ত-বিধবা মহিলাদের জন্য হস্টেল ও রেশন কার্ড, মহিলাদের উপর অত্যাচার বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা, মূল্যবৃদ্ধি রদের দাবি ওঠে মিছিল থেকে।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর তদন্ত দাবি

কলকাতায় আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নিউটাউন ক্যাম্পাসের সামনে আকস্মিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত শাকিল আহমেদের বাড়িতে যান এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড দেবাশীষ চক্রবর্তী, ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক মণিশঙ্কর পট্টনায়ক, জেলা সম্পাদক সাব্বির আলি এবং যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও-র জেলা সম্পাদক আশরাফুল হক জুয়েল এবং সভাপতি আরিফ খন্দকারের নেতৃত্বে একটি টিম। তাঁরা মৃত ছাত্র শাকিল আহমেদ-এর পিতার সাথে দেখা করে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। কমরেড দেবাশীষ চক্রবর্তী বলেন, মৃত ছাত্রের পরিবার এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের সক্রিয় সমর্থক। তাঁরা দলের সাথে দীর্ঘদিন থেকেই আছেন। তিনি দুর্ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির দাবি জানান (ছবি)।

সাংবাদিকদের সামনে মণিশঙ্কর পট্টনায়ক বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের চাপেই তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন এই ঘটনাকে এখনও আড়াল করার চেষ্টা করছে। তিনি আরও জানান, 'ছাত্র মৃত্যুর এই ঘটনার পূর্ণ তদন্ত ও ন্যায়বিচারের দাবিতে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই কলকাতায় বড় ছাত্র মিছিল হবে এবং যতক্ষণ না ন্যায়বিচার পাওয়া যায়, আন্দোলন চলবে। যেহেতু গাড়ির মালিক প্রভাবশালী ব্যক্তি, তাই তাকে প্রশাসন আড়াল করার চেষ্টা করছে।'

তিনি আরও বলেন, 'সিসিটিভির ফুটেজ প্রকাশ্যে আনতে হবে এবং সমস্ত রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে সিগন্যাল, ট্রাফিক ব্যবস্থা পর্যাপ্ত করতে হবে যাতে এ রকম আর কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে।'

হরিহরপাড়ার স্বরূপপুরে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী যেভাবে বিক্ষোভ দানা বাঁধছে তারই প্রতিচ্ছবি দেখা গেল মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার স্বরূপপুর অঞ্চলে। এই পঞ্চায়েতেও হয়েছে ব্যাপক দলবাজি ও দুর্নীতি। প্রকৃত গরিব মানুষ যাঁরা, তাঁদের অনেকেই ঘর পাননি। ২০১৮ সালের তালিকা অনুযায়ী কিছু গরিব মানুষের নাম থাকলেও বর্তমান সার্ভেতে তাঁদের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে।

অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপকদের তালিকা তৈরি না করে দলবাজির আশ্রয় নিয়ে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে তৃণমূলের সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে এলাকার মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হন। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে ৩০ ডিসেম্বর এলাকার সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখায়। পঞ্চায়েত প্রধান পুলিশি সুরক্ষায় স্মারকলিপি গ্রহণ করেন।

আন্দোলনের চাপে প্রধান লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন যে, পঞ্চায়েতে সর্বদলীয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রাপকদের তালিকা প্রস্তুত করে পাঠানো হবে। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন গোলাম মোস্তফা, সামিম হাসান গাজু, খোরসেদুল আলম লালন, হাসরত সেখ, আনসার আনসারি প্রমুখ।

বিদ্যুৎগ্রাহক সম্মেলন

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের চৈতন্যপুর কাস্টমার কেয়ার সেন্টার কমিটির আহ্বানে ৮ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুর চৈতন্যপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এলাকার বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মূল বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সভাপতি অধ্যাপক জয়মোহন পাল, অফিস সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক। তাঁরা জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ বিল ২০২২ বাতিলের দাবিতে ৭-৮ এপ্রিল মধ্যপ্রদেশের ভুপালে সর্বভারতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতিতে সর্বস্তরের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। প্রভঞ্জন ধাড়াকে সভাপতি ও প্রদ্যোৎ দাসকে সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠিত হয়।

ইউরোপের দেশে দেশে
আন্দোলনে স্বাস্থ্যকর্মীরা

ইউরোপের দেশে দেশে খেটে-খাওয়া মানুষ মূল্যবৃদ্ধির জ্বালায় অতিষ্ঠ। অথচ কোথাও প্রয়োজনমতো বেতন বাড়াতে রাজি নয় কর্তৃপক্ষ। নেই যথাযথ কাজের পরিবেশও। এই অবস্থায় সরকারের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠছে গণবিক্ষোভ। অন্যান্য ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীদের মতোই এই বিক্ষোভে সামিল ডাক্তার, নার্স সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। সম্প্রতি ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে দাবি আদায়ে আন্দোলনের পথটিকেই বেছে নিয়েছেন তাঁরা।

ইংল্যান্ড ঃ বেতন বৃদ্ধি ও হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করে রোগীর যথাযথ নিরাপত্তা বিধানের দাবিতে গত ১০৬ বছরের মধ্যে প্রথমবার ধর্মঘটে সামিল হলেন ব্রিটেনের সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগ 'ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস'-এর নার্সরা, গত ১৫ ডিসেম্বর। সেদিন ব্রিটেনের ৭৬টি হাসপাতালের প্রায় এক লক্ষ নার্স কাজ বয়কট করেন।

ইংল্যান্ড

আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ক'দিন পর ২০ ডিসেম্বর ইংল্যান্ড, ওয়েলস ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের নার্সরা আবার ধর্মঘট করেন। শুধু নার্সরাই নন, ২১ ডিসেম্বর ধর্মঘটে সামিল হন ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের ১০ হাজার অ্যাম্বুলেন্স-কর্মী। স্বাস্থ্যকর্মীরা আবার ধর্মঘটে যান ২৮ ডিসেম্বর।

নার্সদের দাবি, বেতন বাড়াতে হবে মূল্যবৃদ্ধির হারের চেয়ে ৫ শতাংশ বেশি হারে। গত নভেম্বরে দেশে মূল্যবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৪ শতাংশে। সুতরাং তাঁদের দাবি, বেতন বাড়াতে হবে ১৯ শতাংশ। কর্মীরা বলছেন, কম বেতনে সংসার চালাতে না পেরে বহু নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। যাঁরা থেকে যাচ্ছেন, তাঁদের উপর কাজের মারাত্মক চাপ পড়ছে। পরিসংখ্যান বলছে, গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষে ইংল্যান্ডে সরকারি হাসপাতালগুলিতে নার্সদের শূন্যপদের সংখ্যা পৌঁছেছিল প্রায় সাড়ে ৪৭ হাজারে। কিন্তু এই দাবি মানতে রাজি নয় কর্তৃপক্ষ। তারা বেতন বাড়াতে চায় মাত্র ৪ শতাংশ। এই অবস্থায় কোমর বেঁধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ শুরু করেছেন ইংল্যান্ডের নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। বুঝেছেন, আন্দোলন ছাড়া দাবি আদায়ের পথ নেই।

মাসের পর মাস ধরে স্বাস্থ্য সহ অন্যান্য পরিষেবা পেতে অসুবিধা হলেও দেশের সাধারণ মানুষ কিন্তু রয়েছেন আন্দোলনকারীদের পাশেই। কারণ দারুণ মূল্যবৃদ্ধির এই সময়ে কম বেতনে সংসার চালানোর যন্ত্রণা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন তাঁরাও। ইংল্যান্ডের রেল, নৌ ও সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থার শ্রমিক-কর্মচারী, ডাকবিভাগ ও বিমানবন্দরের কর্মীরাও লাগাতার আন্দোলনে রয়েছেন। তাঁদের সমর্থনে জোর পেয়েছে কর্মচারী সংগঠনগুলি। সরকার দাবি না মানলে জানুয়ারির ১৮ ও ১৯ তারিখে আবার ধর্মঘটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নার্সদের সংগঠন। ওইদিন আরও বেশি নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

স্পেন ঃ জিনিসপত্রের আগুন-দামে পুড়ছেন ইউরোপের আরেকটি দেশ স্পেনের বাসিন্দারাও। দাবি আদায়ে আন্দোলন ছাড়া পথ নেই বুঝেছেন সেখানকার চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরাও। তাই নিজেদের নানা দাবিতে দেশ জুড়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন তাঁরা। গত ২৫ অক্টোবর রাজধানী মাদ্রিদে ডাক্তার ও নার্সরা ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় অবিলম্বে আরও অর্থ বরাদ্দ করতে এবং হাসপাতালগুলিতে কাজের পরিবেশ উন্নত করতে হবে।

আন্দোলন গড়ে তুলছেন ভারতের স্বাস্থ্যকর্মীরাও। সরকারি হাসপাতালের নার্সরা কাজের অমানুষিক চাপে বিপর্যস্ত। শূন্যপদগুলি শূন্য হয়েই পড়ে থাকে, সরকার যথেষ্ট সংখ্যক নার্স নিয়োগে তৎপর নয়। ফলে নিতান্ত প্রয়োজনেও অনেক সময় ছুটি মেলে না কর্মরত নার্সদের। এ দেশের গ্রামীণ অঞ্চলে রোদ-জল অগ্রাহ্য করে ঘরে ঘরে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেন যে আশাকর্মীরা, অমানুষিক পরিশ্রম করে বছরের পর বছর ধরে দায়িত্ব পালন করে চলা সত্ত্বেও আজও তাঁদের সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি নেই। যৎসামান্য ভাতার বিনিময়ে আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির এই সময়ে নিতান্ত দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। সরকারের এই অন্যায্য দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদে এদেশে আশাকর্মীরা লাগাতার আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। ইউরোপের ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের আন্দোলনের এই জোয়ার নিশ্চয়ই তাঁদের প্রেরণা জোগাবে।

ফ্রান্স ঃ চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের আন্দোলনে উত্তপ্ত ফ্রান্সও। ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক দুরবস্থায় বিপর্যস্ত ফ্রান্সের মানুষও। এই পরিস্থিতিতে ৭ জানুয়ারি হাসপাতালে চিকিৎসার উপযুক্ত পরিবেশ ও বেতন বাড়ানোর দাবিতে প্যারিসে বিক্ষোভ দেখান ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। স্টেথোস্কোপ মাটিতে নামিয়ে রেখে এ দিন তাঁরা সরকারি স্বাস্থ্যনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ডাক্তাররা ছাড়াও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরাও ডাক্তারদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে পথে নামেন।

ফ্রান্স

ফ্রান্সে দীর্ঘদিন ধরেই স্বাস্থ্যকর্মীরা আন্দোলনে। গত বছর গ্রীষ্মে জনস্বার্থবিরোধী সরকারি স্বাস্থ্যনীতির প্রতিবাদে ও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে গোটা দেশ জুড়ে ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন তাঁরা। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় তাঁরা গত ডিসেম্বরের প্রথম দিকে ধর্মঘট করেন। দাবি আদায় না হওয়ায় ২৬ ডিসেম্বর থেকে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেন তাঁরা। ধর্মঘটের মধ্যেই ৫ জানুয়ারি দেশ জুড়ে বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারী ডাক্তাররা।

গরিবের মা

৬ জানুয়ারি, গভীর শীতের রাত। রামপ্রসাদ দেওয়ান ক্রান্তি থেকে ৯০০ টাকা অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া দিয়ে অসুস্থ মাকে নিয়ে পৌঁছলেন জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি সেখানেই মারা যান। অল্প কিছু টাকা রয়েছে হাতে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে বহু অনুনয় করেও শবদেহবাহী গাড়ি পাননি রামপ্রসাদ। অবশেষে বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্সের তিন হাজার টাকার চাহিদা মেটাতে না পেরে কাঁধেই মায়ের দেহ নিয়ে বাড়ির পথে রওনা দেন। সঙ্গে বাবা জয়কৃষ্ণ দেওয়ান। না, রামপ্রসাদকে ওড়িশার কালাহান্ডির বাসিন্দা দানা মাজির মতো কিংবা ছত্তিশগড়ের সরগুজার ঈশ্বর দাসের মতো পুরো রাস্তা প্রিয়জনের দেহ কাঁধে নিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হয়নি। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মাঝরাস্তা থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে তাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে।

মায়ের দেহ কাঁধে নিয়ে রামপ্রসাদের কি মনে পড়ছিল ছোটবেলায় মা তাকে কী ভাবে কোলে নিয়ে কাজ করতেন! হয়ত মনে পড়েছে, হয়ত পড়েনি। রামপ্রসাদ হয়ত ভাবছিল হাসপাতালে ভাল চিকিৎসা পেলে মার মৃত্যু এড়ানো যেত। সে হয়ত ভাবছিল, তাদের পয়সা থাকলে মাকে এত তাড়াতাড়ি হারাতে হত না, অথবা হারালেও শবদেহ নিয়ে যাওয়ার যথাযথ ব্যবস্থা হত।

হাসপাতাল সুপার ঘটনাটিকে 'অমানবিক' বলেছেন। তিনি বলেছেন, হাসপাতালে রোগী সহায়তা কেন্দ্র ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে। তারপরেও কেন এমন ঘটনা ঘটল? এ তো প্রতিটি রোগীর পরিজনেরই প্রশ্ন। হাসপাতালের রোগী কল্যাণ তহবিল সাধারণ মানুষের অর্থেই গড়ে উঠেছে। এই তহবিল রোগীদের কোন কল্যাণ করছে? সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মীরাই ভাল বলতে পারবেন। কিন্তু এটা প্রত্যেকের কম-বেশি অভিজ্ঞতা যে, চিকিৎসা করাতে আসা ব্যক্তির সামাজিক প্রতিপত্তি কতটা, আর্থিক দিক থেকে সে কতটা ওজনদার, তার উপরেই নির্ভর করে পরিষেবা! এর হাতেনাতে প্রমাণ পাওয়া গেল ওই দিনের ঘটনায়। দরিদ্র ঘরের মহিলা মৃত্যুর পরও উপযুক্ত পরিষেবা পেলেন না। শবদেহবাহী গাড়ি পেলেন না পরিজনরা। তাও এ ঘটনা যে-সে সরকারি হাসপাতালের নয়, এ হল মুখ্যমন্ত্রীর সাধের 'সুপার স্পেশালিটি' হাসপাতালের!

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের নামে তৃণমূল সরকারের প্রচারে কান ঝালাপালা। অথচ ভুক্তভোগী মানুষ মাত্রেই জানেন, জেলায় জেলায় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের নামে নীল-সাদা বিল্ডিং, হাসপাতালের নাম খোদিত সুউচ্চ গেট আর ভেতরে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ছাড়াই মুষ্টিমেয় কয়েকজন ডাক্তার-নার্সের হাতে হাজার হাজার রোগী পরিষেবার ভার দিয়ে সরকারের নাম কেনার পালা চলে। এই অব্যবস্থার ফলে হাসপাতালের গেট দিয়ে ঢোকার পর থেকে শুরু করে ডাক্তার দেখানো, ভর্তি হওয়া, অপারেশন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে অঘোষিত 'কর্তা' দালালদের হাতে নিজেদের সঁপে দিতে বাধ্য হন রোগীর অসহায় পরিজনরা। দালালদের পয়সার খাঁই মেটাতে তাঁদের সর্বস্বান্ত হতে হয়। বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স চালকরাও ঝোপ বুঝে কোপ মারেন। সরকারের কি এগুলি অজানা?

স্বাধীনতার ৭৫ বছরে ঘটা করে 'অমৃত মহোৎসব' পালন করছেন বিজেপি নেতারা। অথচ ওড়িশা, ছত্তিশগড় বা পশ্চিমবঙ্গের এই মর্মান্তিক ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে, স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো একটা জরুরি ক্ষেত্রেও এই চূড়ান্ত গাফিলতি আজ স্বাভাবিকতায় পর্যবসিত। যেখানে উন্নত মানের চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া দূরের কথা, প্রিয়জনের মৃতদেহ সৎকারের জন্য নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাটুকুও হয় না।

হাসপাতালের সুপার কর্মীদের মানবিক মূল্যবোধ শেখানোর কথা বলেছেন। হাসপাতাল কর্মীদের মানবিক হওয়া নিশ্চয়ই দরকার। কিন্তু এটা কি শুধু কর্মীদের মানবিকতার প্রশ্ন? শববাহী গাড়ির ব্যবস্থা না থাকা, কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করেও সাড়া না মেলা, বিবৃতি দিয়েই সুপারের দায় সারা— এ সবই আসলে একটা ব্যবস্থার নানা মুখ, যে ব্যবস্থায় রামপ্রসাদের মতো সাধারণ মানুষের মূল্য কানাকড়িও নয়। জনসেবার ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষের ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসা বড় বড় দলগুলো অনায়াসে নিজেদের দায়দায়িত্ব এড়িয়ে সেই মানুষকেই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে।

রামপ্রসাদের মায়ের বরাতে তবু শেষ অবধি অ্যাম্বুলেন্স জুটেছে, বহু ক্ষেত্রে সেটুকুও জোটে না। এই নিষ্ঠুরতা অমানবিকতার অবসান ঘটাতে পারে জনতাই, লাগাতার প্রতিবাদ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

জি-২০ ঃ জনগণের আছে শুধু আর্তনাদ

তিনের পাতার পর

মতো বাঁচার গণতান্ত্রিক অধিকারটুকুও নেই। বহু লড়াইয়ে অর্জিত চাষি-মজুরদের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি একের পর এক ছিনিয়ে নিচ্ছে শাসকরা। বিরোধী কণ্ঠস্বর কঠোর ভাবে দমন করা হচ্ছে। সরকারের যে-কোনও নীতির বিরোধিতাকেই দেশ বিরোধিতা বলে দাগিয়ে দিয়ে বিনা বিচারে দিনের পর দিন জেলে বন্দি রাখা হচ্ছে বিরোধীদের। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে সঙ্গে গোটা দেশের পুলিশ ও প্রশাসন আজ ব্যাপক দুর্নীতির কবলে। এই তো এ দেশের গণতন্ত্রের নমুনা।

নরেন্দ্র মোদির ‘জীবন্ত গণতন্ত্রের’ দেশে নির্বাচনগুলি আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে দেদার টাকা ছড়িয়ে, পেশিশক্তি আর প্রচারমাধ্যমকে ব্যাপক ভাবে কাজে লাগিয়ে, জনসাধারণের কষ্টার্জিত টাকা নয়ছয় করে কারচুপির মাধ্যমে ভোটে জেতার কৌশল। একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, সংসদ সদস্যদের ৪৩ শতাংশের নামেই ক্রিমিনাল কার্যকলাপের অভিযোগ রয়েছে, যাদের ৫৫ শতাংশই আবার প্রধানমন্ত্রীর নিজের দল বিজেপির সদস্য। বাস্তবে সংসদ বর্তমানে হয়ে দাঁড়িয়েছে কিছু ধনপতি, মুনাফাখোর পুঁজিমালিক, মাফিয়া ডন, ধর্ষণকারী, খুনি ও সমাজের উঁচুতলার কয়েকজন প্রাক্তন প্রশাসকের আড্ডাখানা। এ গণতন্ত্রে গরিব মানুষের নির্বাচিত হওয়ার বাস্তবে কোনও সুযোগই নেই।

সাধারণ মানুষের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পরিশ্রমে অর্জিত শত শত কোটি টাকা ব্যয় করে যে সাংসদরা নির্বাচিত হন, তাঁদের কাজের বহরটা একবার দেখে নেওয়া যাক। দেখা যাচ্ছে, ২০২১-এর বর্ষা অধিবেশনের দুটি সপ্তাহে যেখানে ১০৭ ঘন্টা সংসদ অধিবেশন হওয়ার কথা, সেখানে নষ্ট করা হয়েছে ৮৯ ঘন্টা। কাজ হয়েছে মাত্র ১৮ ঘন্টা। গত বছরের ১ আগস্ট পর্যন্ত লোকসভায় ও রাজ্যসভায় কাজ হয়েছে যথাক্রমে মাত্র ২৩ ঘন্টা ও ১৩ ঘন্টা। দেখা যাচ্ছে, সংসদে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলি নিয়ে এখন আলাপ-আলোচনার বদলে সদস্যরা ব্যস্ত থাকেন পারস্পরিক কাদা-ছোঁড়াছুড়িতে। গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলির বেশিরভাগই বিনা বিতর্কে পাশ করানো হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুবাদে বিজেপি সদস্যরা বহু ক্ষেত্রেই অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে তর্ক-বিতর্ক ছাড়াই বিলকে আইনে পরিণত করেন। জনসাধারণ জানতেও পারেন না, শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে তাদের উপর অধিকতর নিপীড়ন চালানোর জন্য গণতন্ত্রের স্লোগান দিতে দিতেই কী স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে সংসদের ভিতরে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন আইন! বাস্তবে এই হচ্ছে নরেন্দ্র মোদি কথিত সমৃদ্ধ ও জীবন্ত ভারতীয় গণতন্ত্রের আসল চেহারা।

‘এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ’-এর কদাকার রূপ

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের জি-২০-র মন্ত্র হল ‘এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ’।

অসাধারণ বক্তৃতাবাজি, সন্দেহ নেই! ২০১৪ সাল, যখন থেকে বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছে, ভারতের মানুষ তখন থেকেই এই ‘একত্ব’-এর চমৎকার রূপ প্রত্যক্ষ করছে। মুসলিম সংখ্যালঘু মানুষের প্রতি প্রকাশ্যে ঘৃণা ছড়ানো, গায়ের জোরে সংখ্যালঘু নাগরিকদের কাছ থেকে বৈধ নাগরিকত্বের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার অপচেষ্টা, মুসলিম-খ্রিস্টান-আদিবাসী ও তথাকথিত দলিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে লাগাতার শত্রুতা চালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা একের পর এক সেই একত্বের প্রমাণ দিয়ে চলেছে। সঙ্গে গোমাংস রয়েছে এই সন্দেহে পিটিয়ে খুন, ‘লাভ জিহাদ’-এর ধুয়ো তুলে ভিন্নধর্মী তরুণ-তরুণীর বিবাহে বাধা দিতে তাদের উপর হামলা, ভয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করা তো সাধারণ ঘটনা, কেন্দ্রে বিজেপি সরকার কায়েম হওয়ার পর থেকে আরএসএস-বিজেপি-সংঘ পরিবারের সদস্য দুষ্কৃতীরা রাজ্যে রাজ্যে একের পর এক পরিকল্পিত দাঙ্গা লাগিয়ে নরেন্দ্র মোদি কথিত একত্বের প্রমাণই বোধহয় দাখিল করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

ভোটে ফয়দা তোলাই আসল উদ্দেশ্য

প্রধানমন্ত্রীর এই বাগাড়ম্বরের আসল উদ্দেশ্য একটাই— তা হল জি-২০-র সভাপতিত্বের পদ কাজে লাগিয়ে ভোটে ফয়দা তোলা। এবং আরএসএস-বিজেপির চিরাচরিত পথ ধরে সেই ভোটে হিন্দুত্ববাদের প্রচারই যে তুরুপের তাস, তা জি-২০-তে ভারতের প্রতীক চিহ্ন বা ‘লোগো’টি দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। লোগোয় গেরুয়া রঙের পদ্মফুলের উপর বসানো রয়েছে একটি ভূ-গোলকের ছবি। অত্যন্ত কৌশলে এই লোগোয় বিজেপির নির্বাচনী প্রতীক পদ্মফুল ব্যবহার করা হয়েছে, যার রঙ বিজেপির দলীয় ঝান্ডার মতোই গেরুয়া।

শুধু তাই নয়, কেন পদ্মফুল তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদি ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, বিশ্বাস ইত্যাদির উল্লেখ করে শেষে বলেছেন, জ্ঞান ও সম্পদের দুই দেবীরই আসন হল পদ্মফুল। স্পষ্টতই তিনি সরস্বতী ও লক্ষ্মী— এই দুই হিন্দু দেবীর কথা বলেছেন। সংবিধান অনুসারে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হওয়ার পর এই প্রধানমন্ত্রীই না সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে প্রবল ভক্তিভরে সংবিধানে মাথা ঠেকিয়ে সংসদে প্রবেশ করেছিলেন! তাহলে কিসের ভিত্তিতে তিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ের সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ভারতে জি-২০-র লোগোতে দুই হিন্দু দেবীর প্রতীক ব্যবহার করেছেন? আসলে এটাই নরেন্দ্র মোদি কথিত একত্বের প্রকৃত আগ্রাসী রূপ। হিন্দু আধিপত্যবাদী দল বিজেপির নেতা হিসাবে এভাবেই প্রধানমন্ত্রী একদিকে হিন্দুত্ববাদী ধ্যানধারণার প্রসার ঘটানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, অন্যদিকে ছলে-বলে-কৌশলে নিজেদের নির্বাচনী স্বার্থ পূরণের মতলব আঁটছেন। এটাই বিজেপি দল তথা তার নেতা-মন্ত্রীদের লক্ষ্য।

এই লক্ষ্য পূরণেই জি-২০-র সভাপতির পদটিকে ব্যবহার করে বড় বড় কথার ফোয়ারা ছুটিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। নির্লজ্জের মতো চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন দেশজোড়া বীভৎস বৈষম্য আর মানুষের চূড়ান্ত দুর্দশার কঙ্কাল চেহারাটিকে। কাব্য করে বলেছেন, জি-২০-র প্রতীক চিহ্নে পদ্মফুলের সাতটি পাপড়ি সাত সুরের প্রতীক, যাদের মিলনে তৈরি হবে সুরেলা ঐকতান। কিন্তু বাস্তবে সুরেলা ঐকতানের বদলে দেশের আকাশ-বাতাস ভরে উঠছে গরিবি বেকারি মূল্যবৃদ্ধিতে জর্জরিত সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরন্ন অপুষ্ট শিক্ষাবিহীন স্বাস্থ্যহীন মানুষের আর্তনাদে। প্রধানমন্ত্রীর লজ্জাহীন বাগাড়ম্বরের চড়া আওয়াজ সেই আর্তনাদ চাপা দিতে পারছে না।

(তথ্যসূত্র ঃ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১ ডিসেম্বর, ’২২ ও প্রোলেটারিয়ান এরা, ১ ডিসেম্বর, ’২২ সংখ্যা)

জয়নগর-২ ব্লকে বিড়ি ও নির্মাণ শ্রমিকদের বিশাল সমাবেশ

বারুইপুর সাংগঠনিক জেলার এআইইউটিইউসি-র জয়নগর-২ ব্লক শাখার উদ্যোগে ৪ জানুয়ারি নিমপীঠে জয়নগর-২ বিডিও এবং শ্রম আধিকারিকের কাছে এক গণবিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে প্রায় দু হাজারের বেশি বিড়ি ও নির্মাণ শ্রমিক অংশ নেন।

বিড়ি শ্রমিকদের সরকার নির্ধারিত মজুরি ২৬৬ টাকা হারে দেওয়া, বিড়ি ও নির্মাণ শ্রমিকদের আবাসন প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করা, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য বিনামূল্যে বইয়ের ব্যবস্থা করা, আগের মতো আর্থিক সুবিধা চালু করা, বিড়ি শ্রমিকদের পেনশনের আওতায় আনা ও নির্মাণ শ্রমিকদের পেনশন অনলাইনের মাধ্যমে দ্রুত দেওয়া, নির্মাণ শ্রমিকদের এসএসআইএন হোল্ডারদের ১৫ দিনের মধ্যে রশিদ দেওয়া এবং বিওসিডব্লু জমাকৃত টাকা ৮ শতাংশ সুদ সহ ফেরত সহ সহ অন্যান্য দাবিতে এই ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ দেখানো হয়।

সংগঠনের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সম্পাদক ও নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের জেলা সভাপতি গৌর মিস্ত্রির নেতৃত্বে অজেদালি মোল্লা, ধর্মদাস কয়াল সহ ৬ জনের এক প্রতিনিধি দল প্রথমে বিডিও এবং পরে শ্রম আধিকারিকের সাথে ডেপুটেশনে সামিল হন। তাঁরা বক্তব্যের সাথে সহমত পোষণ করেন এবং আগামী দিনে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এআইইউটিউসি-র দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য, নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক অমল সাহু এবং সারা বাংলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক শান্তি ঘোষ।

ঝাঁটিপাহাড়ীতে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সভা

৬ জানুয়ারি বাঁকুড়ার ঝাঁটিপাহাড়ী স্টেশন চকবাজারে অ্যাবেকার সভা হয়। সভায় জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল বাতিল, চূড়ান্ত গ্রাহক স্বার্থবিরোধী স্মার্ট মিটার লাগানো বন্ধ, দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ, ঝুলে পড়া তার, বাঁশের খুঁটির পরিবর্তে স্থায়ী সিমেন্ট খুঁটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ, গরিব নিম্নবিত্ত বিপিএল গৃহস্থ গ্রাহকদের অতিরিক্ত লোড কমিয়ে ‘হাসির আলো’ প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা প্রভৃতির দাবি ওঠে। সভাপতি ছিলেন ঝাঁটিপাহাড়ী অ্যাবেকার সভাপতি গুণময় ব্যানার্জী। বক্তব্য রাখেন ব্লক সম্পাদক বীরেন মণ্ডল ও জেলা কমিটির সম্পাদক স্বপন নাগ। বক্তারা বলেন, স্থানীয় আন্দোলনে যে দাবি আদায় হয়েছে তা সাধারণ গ্রাহকদের জয়। জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিলের বিরুদ্ধে পুদুচেরিতে আন্দোলনের জয়, স্মার্ট মিটার লাগানোর বিরুদ্ধে আসামে গ্রাহক আন্দোলনের জয়, সম্প্রতি মহারাষ্ট্রে বিদ্যুৎশিল্পের ঠিকা শ্রমিকদের একদিনের ধর্মঘটের ফলে জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল চালু করা থেকে বিজেপি সরকারের পিছিয়ে আসা আবার প্রমাণ করল, আন্দোলনই দাবি আদায়ের একমাত্রা রাস্তা।

জোশীমঠের ঘটনা সম্পর্কে

একের পাতার পর

প্রকল্পের কাজ চলছে। যে কোনও মুহূর্তে ঠিকাদার-কেন্দ্রিক এই উন্নয়নের বলি হতে পারেন হাজার হাজার শ্রমিক। সব জেনেও অমানবিক, জনবিরোধী সরকার ও প্রশাসন এসব চলতে দিচ্ছে। দুর্দশাগ্রস্ত জনগণ এখন যে আন্দোলন গড়ে তুলছেন, আমরা তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাই এবং সংবেদনশীল বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের কাছে আবেদন জানাই, জোশীমঠের জনগণের দ্রুত উদ্ধার ও পুনর্বাসনের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করুন। আমাদের দাবি, বিশেষজ্ঞদের মতামত সম্পূর্ণ রূপে অনুসরণ করতে হবে এবং জোশীমঠের মতো প্রাকৃতিক মনোরম স্থানকে রক্ষা করতে হবে।

মহান চিন্তানায়কের শিক্ষা থেকে

একের পাতার পর

শ্রমশক্তির বাজারে যা দাম হওয়া উচিত, একজন পুঁজিবাদী যদি বাজার থেকে সেই পুরো দাম দিয়েই শ্রমিকদের শ্রমশক্তি কিনে নেয়, তা হলেও সে যে-দাম দিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্য সে শ্রমিকের কাজ থেকে আদায় করে নেয়;শেষ বিচারে উদ্বৃত্ত মূল্য হচ্ছে সেইসব মূল্যের যোগফল যা থেকে মালিকশ্রেণিগুলির হাতে পুঞ্জীভূত হচ্ছে নিরন্তর ক্রমবর্ধমান পুঁজির পাহাড়। এইভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন এবং পুঁজির উৎপাদনের পদ্ধতি উভয়েরই ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া গেল। ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের মাধ্যমে পুঁজিবাদী উৎপাদনের রহস্য উদঘাটন এই দুই বিরাট আবিষ্কারের জন্য আমরা মার্ক্সের কাছে ঋণী। এই আবিষ্কারগুলির সাথে সাথে সমাজতন্ত্র একটি বিজ্ঞানে পরিণত হল। এখন কাজ হল এর সমস্ত খুঁটিনাটি এবং আন্তঃসম্পর্কগুলি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা।”

‘অ্যান্টি ডুরিং’

ফ্রেডরিক এঙ্গেলস

গরিব মানুষের কথা না ভেবেই একশো দিনের প্রকল্পে বরাদ্দ ছাঁটাই বিজেপি সরকারের

১০০ দিনের প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে চলছে চাপানউতোর। প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগে রাজ্যের জন্য বরাদ্দ টাকা গত এক বছর ধরে বন্ধ রেখেছে মোদি সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের অভিযোগ, ২০ লক্ষ ভুয়ো জবকার্ডের সন্ধান পাওয়া গেছে রাজ্যে। তৃণমূল সরকারের বক্তব্য, তারা অনিয়মের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছে।

রাজ্যে রাজ্যে ভুয়ো জবকার্ড রয়েছে লক্ষ লক্ষ, দুর্নীতি হয়েছে কোটি কোটি টাকার, কিন্তু তাকে অজুহাত করে গরিব মানুষকে বঞ্চিত করা হবে কেন? এই প্রকল্পের যতটুকু সুযোগ-সুবিধা পেত সাধারণ মানুষ, তা-ও না পাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বিজেপি-তৃণমূলের ঠেলাঠেলিতে। আবার সম্প্রতি রাজ্যের বিজেপির দুই শীর্ষ নেতা আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে এই বরাদ্দ চালুর জন্য তদ্বির করেছেন।

এই অর্থবর্ষে আগের অর্থবর্ষের তুলনায় বরাদ্দ ২৫ শতাংশের বেশি ছাঁটাই করে দিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। আরও দুর্দশার মুখোমুখি হল কোনও রকমে দিন গুজরান করা বিপুল সংখ্যক মানুষ। রিপোর্টে প্রকাশ, ডিসেম্বরে ভারতে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ, শহরে প্রায় ১১ শতাংশ। গ্রামেগঞ্জে কৃষির বাইরে রোজগারের বড় ভরসা হল একশো দিনের কাজ। অথচ বরাদ্দ ছাঁটাই হওয়ায় বহু শ্রমিক মজুরি পাচ্ছেন না। শহরেও অসংগঠিত নানা ক্ষেত্রে কাজ ক্রমশ সংকুচিত হওয়ার ফলে মানুষের রোজগারের একমাত্র ভরসা এই প্রকল্প।

বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারত ক্রমশ নামছে, আয় কমছে মারাত্মক হারে, দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো এ রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ শিশু পুষ্টির অভাবে ঠিক মতো বাড়ছে না, শিশুর মুখে তুলে দেওয়ার মতো খাদ্য জোটাতে পারছে না রাজ্যের ৩৩ শতাংশ পরিবার, অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একমাত্র জায়গা হিসাবে দেখানো হচ্ছে জরাজীর্ণ, ধুঁকতে থাকা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে, শিশু অপুষ্টির জন্য বাবা-মায়ের অসচেতনতাকে দায়ী করে দায় ঝেড়ে ফেলতে ব্যস্ত সরকারগুলি— পরিস্থিতি যখন এরকম ভয়ঙ্কর, তখন কোনও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে একশো দিনের প্রকল্পে বিপুল ছাঁটাই কেন?

ছাঁটাইয়ের পক্ষে যুক্তি করতে গিয়ে বিজেপির হয়ে কেউ কেউ সওয়াল করেছেন, এই প্রকল্পে বিপুল ব্যয়, এমন প্রকল্প চালিয়ে সরকারের লাভ কী? কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে যে জনকল্যাণমুখী প্রকল্প, তাতে লাভ-ক্ষতির হিসাব কেন? দ্বিতীয়ত, যে প্রকল্পে কম-বেশি ২৫ কোটি মানুষ প্রয়োজনের ভগ্নাংশও সুফল পান, তার কোনও বিকল্প ব্যবস্থা না করে শুধুমাত্র সরকারের লাভ-ক্ষতির হিসাব কারা করতে পারেন? আর সরকার যে গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনাকে গুটিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তা কি টাকার অভাবে? পুঁজিপতিদের কর ছাড় দিতে সরকারের ভাঁড়ার তো শূন্য হয় না!

বিজেপি সরকারের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে অনেকে বলেন, যখন বাজারে অন্য কাজ আছে এবং 'এনরেগা'র থেকেও বেশি মজুরিতে মানুষের কাজ পাওয়ার পরিস্থিতি রয়েছে তখন এই প্রকল্পের প্রয়োজন কী? অন্য কোন কাজের কথা তারা বলতে চেয়েছেন তা দেশের মানুষের বোধগম্য নয়। সরকারি রিপোর্টেই তো প্রতিদিন কাজ ছাঁটাই, বেকারি বৃদ্ধির খবর প্রকাশ্যে আসছে। আর মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তো আরও ভয়াবহ। ফলে সরকার-ভজা কর্তাদের এই ছেঁদো যুক্তি বাস্তবে অচল। সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র-নিম্নবিত্ত মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি থাকলে দেশের বহু মানুষের স্বার্থবাহী এই প্রকল্প বন্ধ করার জন্য এ সব যুক্তিহীন সওয়াল তাঁরা করতে পারতেন না।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, কর্পোরেট পুঁজিপতিদের দাক্ষিণ্যে যে দলগুলি ক্ষমতার মসনদে বসছে, সরকারি কোষাগারের শূন্যতা পূরণ করতে তারা পুঁজিপতিদের মুনাফার উপর সামান্য কোপও বসাতে চায় না। সরকারি কোষাগার পূর্ণ করার জন্য হাড় জিরজিরে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলিকেই তারা যোগ্য ঠাউরেছেন! ধনকুবেরদের উপর এতটুকু কর চাপালেই সরকারি কোষাগার উপচে পড়তে পারে, সেই সম্পদের ছিটে-ফোঁটা ব্যয়েও এ দেশে 'বয়সের তুলনায় কম ওজনের শিশুর সংখ্যা' কমতে পারে। সেই বরাদ্দে অপুষ্টিতে ভোগা কোনও মাকে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে হয়ত রক্তাল্পতায় মরে যেতে হবে না, সদ্য জন্মানো শিশুকে চোখের জলে ঝোপের ধারে হয়ত ফেলে দিয়ে যেতে হবে না অভাবী কোনও বাবা কিংবা মাকে, স্কুলের ফি জোগাড় না করতে পারার যন্ত্রণা বুকে চেপে কোনও বাবাকে ধারালো কাটারি দিয়ে হয়ত সন্তানকে হত্যা করতে হবে না। কিন্তু ক্ষমতালোলুপ শাসক বিজেপি অথবা ক্ষমতাপিপাসু কোনও দলই ঐ কর্পোরেট পুঁজি মালিকদের উপর ট্যাক্স বাড়াবে না। কারণ, তারা ওই মালিকদেরই সেবক। ফলে গরিব মানুষরাই তাদের সহজ শিকার।

মোদি সরকারের কর্মসংস্থান প্রকল্প সংকোচনের এই পরিকল্পনা স্পষ্ট দেখিয়ে দিচ্ছে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব খেটে-খাওয়া মানুষের প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের দায়বদ্ধতা তো দূরের কথা, সামান্য দরদও নেই। পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শাসকদের মতোই ক্রমাগত আরও ভয়াবহভাবে সাধারণ মানুষের অধিকারগুলি লঙ্ঘন করে চলেছে বিজেপি সরকার। সাধারণ মানুষের জীবনের অপরিহার্য প্রতিটি জিনিসের মূল্য নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে—কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, শ্রমিকদের অধিকার হরণ করা হচ্ছে বেপরোয়াভাবে। ১০০ দিনের প্রকল্পের মাধ্যমে গরিব মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম সুযোগটুকুও কেড়ে নিতে বদ্ধপরিকর সরকার তাই বরাদ্দ ছাঁটাইয়ে নেমেছে।

বিদ্যুৎ পরিষেবা বিক্রির চেষ্টা রুখলেন বিদ্যুৎকর্মীরা

অভিনন্দন এ আই ইউ টি ইউ সি-র

নবি মুম্বাইয়ের বিদ্যুৎ পরিষেবা বেসরকারি হাতে বেচে দেওয়ার জন্য সরকারি কোম্পানির সাথে সাথে আদানি ইলেকট্রিসিটিকে সমান্তরাল লাইসেন্স দিতে চেয়েছিল মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকার। এর বিরুদ্ধে ৮৬ হাজার নিয়মিত ও ৪২ হাজার কন্ট্রাকচুয়াল বিদ্যুৎকর্মী ও ইঞ্জিনিয়াররা ৭২ ঘন্টা ধর্মঘটে সামিল হন। ধর্মঘট ভাঙতে মহারাষ্ট্রে এসেন্সিয়াল সার্ভিস মেনটেনেন্স আইন জারি করার হুমকি দিয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু কর্মীরা ধর্মঘটে অনড় থাকেন।

শেষ পর্যন্ত কর্মীদের দৃঢ়তার সামনে রাজ্য সরকার মহারাষ্ট্রের বিদ্যুৎ পরিষেবা বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত স্থগিত করতে বাধ্য হয়। এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ৪ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে লড়াকু বিদ্যুৎকর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই লড়াই সারা দেশে বেসকারিকরণের বিরুদ্ধে কর্মচারীদের লড়াইয়ে প্রেরণা জোগাবে। তিনি সরকারের কাছে দাবি জানান, জনস্বার্থ ও কর্মচারীদের স্বার্থ বলি দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ করার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে হবে।

ভোটে হেরেও ক্ষমতা দখলে মরিয়া বিজেপি

একের পাতার পর

আহত হন। সাক্সেনা নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করে দেন।

গায়ের জোরে চূড়ান্ত নীতিহীন কায়দায় বিজেপির ক্ষমতা দখলের এমন চেষ্টা অবশ্য দেশের মানুষকে আর বিস্মিত করে না। ক্ষমতায় বসার আগে যেদিন নেতারা বিজেপিকে 'আলাদা ধরনের দল' ঘোষণা করে দেশের মানুষের কাছে সমর্থন চেয়েছিলেন সেদিন স্বাভাবিক সরলতায় বহু মানুষ তা বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু গত প্রায় এক দশকের অভিজ্ঞতায় দেশের মানুষ দেখেছে, ক্ষমতা দখলের জন্য বিজেপি নেতারা এমএলএ কেনা, দল ভাঙানো, পদের লোভ দেখানো, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, ইডি-সিবিআই লেলিয়ে বশে আনা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানো, জাতপাতের জিগির তোলা প্রভৃতি এমন কোনও অনৈতিক রাস্তা নেই যা নেননি। রাজনীতিতে যে নৈতিকতা বলে কিছু আছে, এ দেশেও যে তার উজ্জ্বল নিদর্শন রয়েছে, বিজেপির আচরণ দেখে তা বোঝার উপায় নেই। স্বাভাবিক ভাবেই দিল্লি পুরসভায় বিজেপির আচরণ মানুষকে আর বিস্মিত করেনি। কিন্তু বিজেপির এই নিকৃষ্ট আচরণেও সাধারণ মানুষের সহানুভূতি পাচ্ছেন না আপ নেতারা। কারণ বিজেপির বিকল্প কোনও নীতি বা আদর্শ তাঁরা জনগণের সামনে রাখতে পারেননি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্না হাজারের আন্দোলন, যা দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করেছিল, তাকে পুঁজি করে শুরুতে মানুষের সমর্থন পেলেও আজ তাঁদের আচরণে দেশের মানুষ আর অন্য দলগুলির সঙ্গে আপের কার্যত কোনও পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছে না। সাম্প্রতিক গুজরাট নির্বাচনে আপ নেতাদের ধর্মীয় আবেগ উস্কে তোলা বক্তৃতা এবং প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি শুনে বহু মানুষই তাদের বিজেপির বি-টিম বলে অভিহিত করেছিলেন। সম্প্রতি দিল্লি জুড়ে মদের দোকানের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া এবং তাকে কেন্দ্র করে নেতাদের দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া এবং সদ্য গঠিত পাঞ্জাব মন্ত্রিসভায় একের পর এক মন্ত্রীর দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া এবং পদত্যাগের ঘটনা সে কথারই সত্যতা প্রমাণ করছে।

আবার এই নীতিহীন বিজেপিই পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের আকণ্ঠ দুর্নীতির দিকে আঙুল তুলে নৈতিকতার চ্যাম্পিয়ান সাজার চেষ্টা করছে। তৃণমূলের প্রতি ঘৃণা এবং পূর্বতন সিপিএম শাসকদের নীতিহীনতায় ক্ষুব্ধ কিছু মানুষ সেই ছদ্মবেশ দেখে তাদের চিনতে ভুল করছে। আজ একটা কথা দেশের মানুষকে নিঃসংশয়ে বুঝতে হবে যে, সম্পূর্ণ পচে যাওয়া, আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে যাওয়া এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সেবা যে দলই করবে সে দল দুর্নীতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। কারণ, এই ব্যবস্থাটি দাঁড়িয়েই আছে সর্বোচ্চ মুনাফার লক্ষ্যে শ্রমিক শ্রেণির উপর মালিক শ্রেণির অন্যায় শোষণের উপর ভর করে। তাই আজ রাজনীতিতে নৈতিকতা রক্ষা করতে হলে শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা নেই। সরকারি ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খেতে থাকা রাজনৈতিক দলগুলি, তার নাম ও পতাকার রঙ যা-ই হোক, তারা আসলে সবাই মালিক শ্রেণিরই স্বার্থরক্ষাকারী দল। তাই তারা কেউই পুঁজিবাদের বিরোধিতার রাস্তায় হাঁটতে নারাজ।

এই সব দেখতে দেখতে সাধারণ মানুষ এই দলগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ। বলেন, ও সব দলই সমান— সব দলই পচে গেছে। কিন্তু এটাই কি সব? মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে রাজনীতিতে একটা নতুন ধারা এ দেশের বুকে প্রতিষ্ঠা করেছেন মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ। এই কারণে অন্য সব দলকে দেখে মানুষ বলে, রাজনীতি হল শয়তানের আখড়া। শিবদাস ঘোষের হাতে গড়া দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কে দেখে সেই মানুষই বলেন, এই একটা দল, যারা এমএলএ-এমপি'র তোয়াক্কা না করে জনস্বার্থে লড়াই করে যাচ্ছে। পার্থক্যটা যে রাজনৈতিক মূল দৃষ্টিভঙ্গির, অর্থাৎ শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গির, সেটাকেই আজ স্পষ্ট ভাবে বোঝা দরকার।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

ভূমিরক্ষা আন্দোলনের
শহিদ স্মরণ নন্দীগ্রামে

৭ জানুয়ারি নন্দীগ্রামে পালিত হল ভূমিরক্ষা আন্দোলনের শহিদ দিবস। ২০০৭ সালে হাজার হাজার মানুষের জীবন-জীবিকার সর্বনাশ করে ইন্দোনেশিয়ার বহুজাতিক সালিম গোষ্ঠীর হাতে নন্দীগ্রামের বিপুল পরিমাণ কৃষিজমি ভেট দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল পূর্বতন সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এলাকাবাসী। 'ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি' গড়ে তুলে অসমসাহসী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন সেখানকার খেটে-খাওয়া মানুষ। নানা ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে জয় ছিনিয়ে নেন আন্দোলনকারীরা। শহিদের মৃত্যু বরণ করেন বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারী।

৭ জানুয়ারি ছিল এই আন্দোলনের প্রথম

শহিদ ভরত মণ্ডল, সেখ সেলিম ও বিশ্বজিৎ মাইতির মৃত্যু দিবস। তাঁদের মহান প্রাণদান স্মরণে এ দিন শহিদ দিবস পালনের কর্মসূচি নেয় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। দলের নন্দীগ্রাম লোকাল কমিটি এই উপলক্ষে এ দিন বাসস্ট্যান্ডে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত এলাকার মানুষের সামনে বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির সম্পাদক কমরেড নন্দ পাত্র। তিনি বলেন, 'আমরা আলাদা করে এই সভা করতে চাইনি। কিন্তু শহিদ দিবসের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান নিয়ে যে ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটছে তাকে কোনও ভাবে মেনে নেওয়া যায় না। তাই বাধ্য হয়ে আলাদা সভা করতে হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, যে কৃষক আন্দোলনের জন্য নন্দীগ্রাম সারা দেশে স্মরণীয় হয়ে আছে সেই নন্দীগ্রাম সহ সারা রাজ্যের কৃষকরা আজ ফসলের দাম পাচ্ছেন না, সার-বীজ-কীটনাশকের কালোবাজারি হচ্ছে। কৃষকদের সমস্যা সহ জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির সমাধানে তিনি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্য ভবানীপ্রসাদ দাস, লোকাল কমিটির সম্পাদক মনোজ দাস প্রমুখ।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৬তম জন্মবার্ষিকী
উদযাপন অনুষ্ঠান

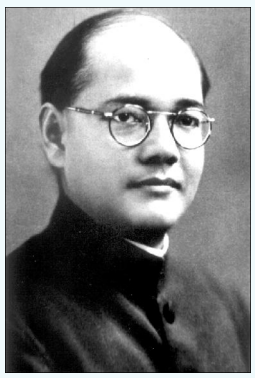

২৩ জানুয়ারি, কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল

প্রদর্শনী উদ্বোধন ঃ ২টা ৩০মি

উদ্বোধক ঃ জহিরুদ্দিন আলি খান

প্রখ্যাত উর্দু দৈনিক 'সিয়াসত'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর

কমিটির স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা নেতাজির প্রতি গার্ড অফ অনার

নেতাজির জীবন-সংগ্রামের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা

বক্তা ঃ অধ্যাপক অনিতা বসু পাফ, *নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কন্যা*

জাস্টিস জে চেলমেশ্বর, *পূর্বতন বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্ট*

অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, *প্রখ্যাত বিজ্ঞানী*

সহসভাপতি, সারা বাংলা নেতাজি ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন কমিটি

শ্রী শ্যাম বেনেগাল, *বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক*

অধ্যাপক জামিরুদ্দিন আলি শাহ, *পূর্বতন উপাচার্য, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়*

ব্যারিস্টার বিমল চট্টোপাধ্যায়, *পূর্বতন অ্যাডভোকেট জেনারেল, পশ্চিমবঙ্গ*

সভাপতি ঃ অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জী

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, নেতাজি ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন কমিটির সর্বভারতীয় সভাপতি

নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের আন্দোলন

বিকল্প রোজগারের ব্যবস্থা না করে বালি তোলার কাজ বন্ধকরা যাবে না—এই দাবিতে ৪ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণার বজবজে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের নোদাখালি শাখার পক্ষ থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার মিছিল করে সহস্রাধিক মানুষ বজবজ-২ বিডিও অফিস ঘেরাও করেন।

আন্দোলনকারীদের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য শুনে বিডিও দাবি মেনে নেন। ইতিমধ্যে বজবজ থানা এলাকায় বালি তোলার কাজ শুরু হয়েছে। কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক বাসুদেব কাবড়ি আন্দোলনকারীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বিপুল উদ্যমে নেতাজি জন্মদিবস উদযাপনের প্রস্তুতি

২৩ জানুয়ারি দেশের প্রতিটি প্রান্তে-প্রত্যন্তে পালিত হবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৬তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠান। তারই প্রস্তুতিতে চলছে ছাত্র-যুব সহ প্রতিটি পরিবারের মানুষের কাছে নেতাজির ছবি পৌঁছে দেওয়ার কাজ। ছবি ঃ উত্তর কলকাতা। ৮ জানুয়ারি

কল্যাণীতে মিড ডে মিল কর্মীদের সম্মেলন

৮ জানুয়ারি নদিয়ার কল্যাণীতে সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের কল্যাণী ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন আন্দোলনে যাঁরা শহিদের মৃত্যু বরণ করেছেন তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্যে দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। মিড ডে মিল কর্মীরা ও স্বল্প মজুরিতে কাজ নিয়ে

কাজের নানা সমস্যা আলোকপাত করেন।

দেবাশিস ব্যানার্জীকে উপদেষ্টা, অঞ্জলী দাসকে সম্পাদিকা ও অঞ্জলী সমাদ্দারকে সভানেত্রী করে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ১২ মাসের মাইনে পাওয়ার দাবিপত্র শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাধ্যমে পাঠানো সহ অন্যান্য কর্মসূচি পালন করার দায়িত্ব সকলে উৎসাহের সাথে গ্রহণ করেন। সম্মেলনে উপস্থিত সকলেই আগামী ২৩ জানুয়ারি দেশনায়ক নেতাজি জন্মজয়ন্তী উদযাপনের জন্য তাঁর ছবি সংগ্রহ করেন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের দপ্তর সম্পাদক কমরেড শ্যামল রাম, নদিয়া জেলা এ আই ইউ টি ইউ সি-র সম্পাদক কমরেড প্রবীর দে, এ আই ইউ টি ইউ সি-র উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার নেতা কমরেড বিকাশ দাস।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com